এন-এস-জি প্রোডাকসন্সের
খেলাঘর
পরিচালনা
অজয় কর
সঙ্গীত
হেমন্তকুমার
মিতালী ফিল্মস্ পরিবেশিত

সরোজ কুমার সেনগুপ্ত প্রযোজিত

এন, এস্, জি, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ-এর নিবেদন

খেলাঘর

আলোকচিত্র তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা : **অজয় কর**

সঙ্গীত পরিচালনা : **হেমন্ত মুখার্জী**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : **সলীল সেনগুপ্ত**

প্রধান সহকারী পরিচালক : হীরেন নাগ
আলোক চিত্রশিল্পী : কানাই দে
সম্পাদনা : ... অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি
শব্দগ্রহণ : ... দেবেশ ঘোষ
সঙ্গীত গ্রহণ : ... মিনু কাত্‌রাক্
শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জি
গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, এস্, এইচ, বেহারী
কণ্ঠ-সঙ্গীতে : হেমন্ত মুখার্জী ও মহম্মদ রফি।
শিল্প নির্দেশনা : ... বংশী চন্দ্রগুপ্ত
প্রধান কর্মসচীব : ক্ষিতীশ আচার্য্য
পটশিল্প : ... রামচন্দ্র সিন্ধে
রূপসজ্জা : ... মদন পাঠক
মঞ্চনির্মাণ : সুবোধ দাস, ছেদিলাল শর্মা
চিত্র পরিস্ফুটন : আর, বি, মেহতা
স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ প্রাঃ লিঃ
প্রচার : ... ক্যাপস
আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য
পরিচয় লিপি : ডিজি ব্রাদার্স

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনা : নরেশ রায়। চিত্রশিল্প : মধু ভট্টাচার্য্য, শক্তি ব্যানার্জি, সৌমেন্দু রায়, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী। শব্দগ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পারিধি। সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী! রূপসজ্জা : হাসান জমান্। আলোক সম্পাত : ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, কেষ্ট দাস। ব্যবস্থাপনা : বাসু ব্যানার্জী, বিজয় দাস, রতিনাথ দাস।

রূপায়ণে

উত্তম—মালা

ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, সবিতাব্রত, সলিল দত্ত, শিশির বটব্যাল, আশীষ মুখার্জি, ধীরাজ দাস, খগেন পাঠক, প্রীতি মজুমদার, মানসী সোম, অনিমা নারায়ণ, ক্ষিতীশ আচার্য্য, ধীরেশ মজুমদার, সুবল দত্ত, ঋষি ব্যানার্জী, সুধীর বোস, অনিল সরকার, দীলিপ দাস, তিনু ঘোষ, হারান ভট্টাচার্য্য (এ্যাঃ), অধীর কাহালী, সুশীল সারখেল ও মাষ্টার তিলক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। সি, সি, সাহা। ইণ্ডিয়া এয়ার লাইন্স কর্পোরেশন। আনন্দ বাজার পত্রিকা।

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত ইণ্ডিয়া লিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত এবং ওয়েসট্রেক্স শব্দযন্ত্রে পুনর্যোজিত।

একমাত্র পরিবেশক : **মিতালী ফিল্মস্, প্রাঃ লিঃ**

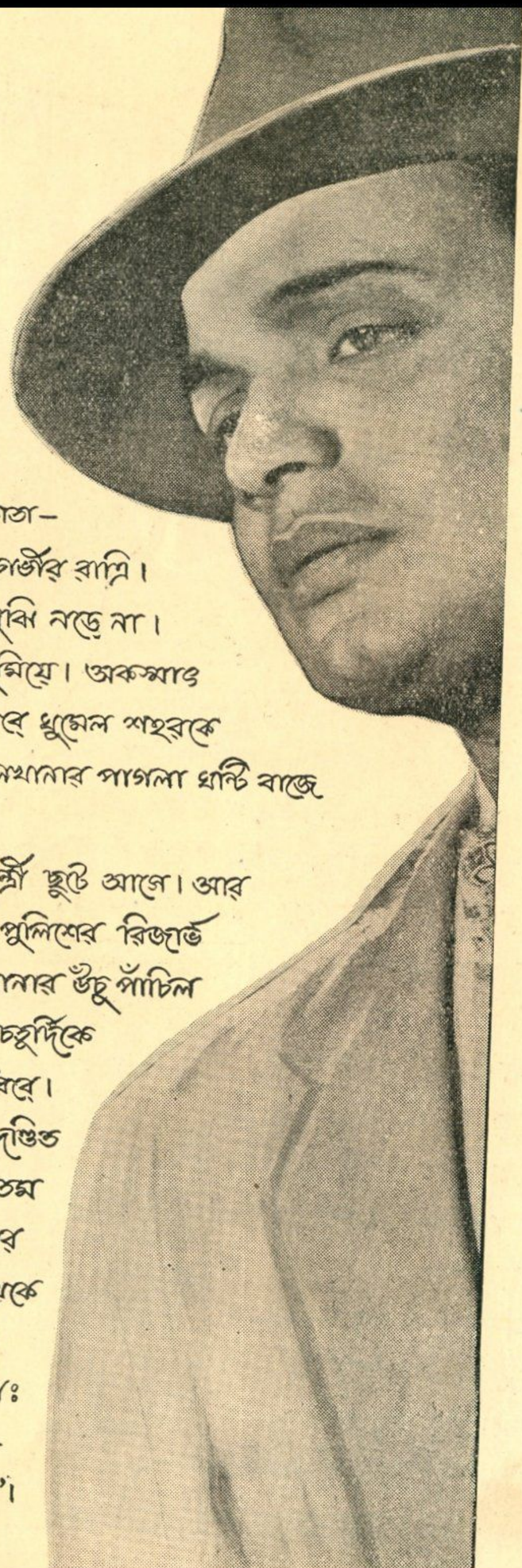

কাহিনীর
ঘটনাকাল
স্বাধীনতার
পূর্বে কোনো
এক সময়ে।
ঘটনাস্থল কলকাতা—
নিথর, নিঝুম, গভীর রাত্রি।
গাছের পাতাও বুঝি নড়ে না।
সারা শহর ঘুমিয়ে। অকস্মাৎ
পাড়া সচকিত করে ঘুমেল শহরকে
চমকে দিয়ে জেলখানার পাগলা ঘন্টি বাজে
চং চং .....
সশস্ত্র সিপাই শান্ত্রী ছুটে আসে। আর
আসে লরী-ভর্তি পুলিশের রিজার্ভ
বাহিনী। জেলখানার উঁচু পাঁচিল
থেকে সার্চলাইট চতুর্দিকে
শ্যেন দৃষ্টি মেলে ঘুরে।
..... প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত
বিপ্লবী-নেতা গৌতম
চট্টোপাধ্যায় জেলের
কনডেমড্ সেল থেকে
অন্তর্হিত হয়েছে।
হুকুম জারি হলো:
"তাকে ধরা চাই—
জীবিত অথবা মৃত"।
যাকে ধরা চাই সে

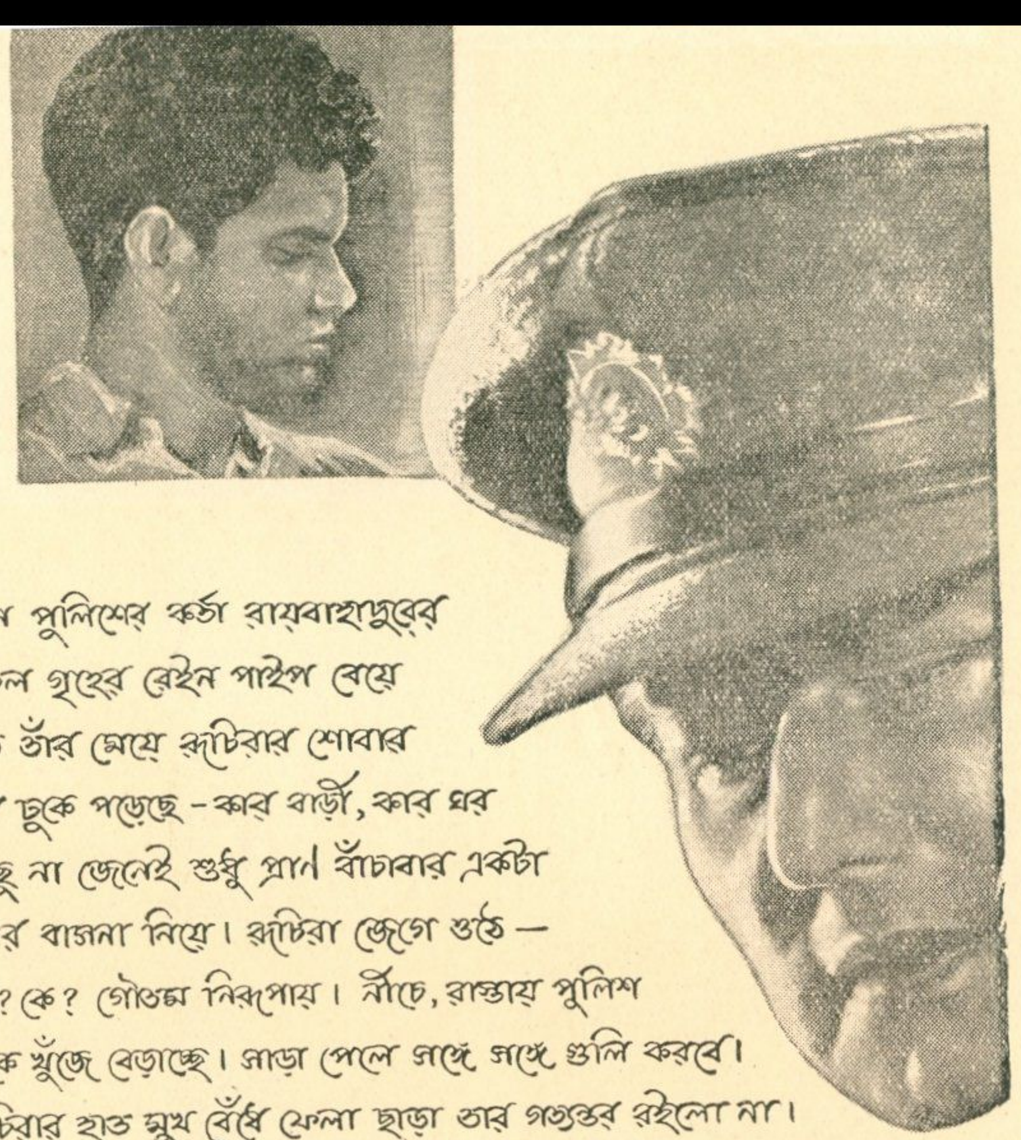

তখন পুলিশের কর্তা রায়বাহাদুরের দ্বিতল গৃহের রেইন পাইপ বেয়ে উঠে তাঁর মেয়ে রুচিরার শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছে - কার বাড়ী, কার ঘর কিছু না জেনেই শুধু প্রাণ বাঁচাবার একটা দুর্বার বাসনা নিয়ে। রুচিরা জেগে ওঠে — কে? কে? গৌতম নিরুপায়। নীচে, রাস্তায় পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাড়া পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে। রুচিরার হাত মুখ বেঁধে ফেলা ছাড়া তার গত্যন্তর রইলো না। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে জেলের পোষাক বদলাতে আর কতক্ষণ!

যাবার আগে সে রুচিরার কাছে ক্ষমা চাইলো। রুচিরার মনে কত না আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু কৈ? লোকটা তো কিছুই করলো না! বড় বিস্ময় জাগে। রুচিরা ধনী রায়বাহাদুরের একমাত্র সন্তান। মানুষ হয়েছে বিলিতি ছাঁদের সমাজে। কিন্তু সে একটু ভিন্ন জাতের। বিলেত ফেরত সুবীরের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে সে অমত করেনি। কিন্তু ক্লাবের বল্ নাচের চেয়ে ময়দানের আলুকাবলীর আর ফুচকার আসর তাকে অনেক

বেশী আকর্ষণ করে। বিলেত ফেরত সুবীর। ভাল চাকরী করে। বাপেরও দুপয়সা আছে। রুচিরার এই চাল-চলন সে বরদাস্ত করবে কেন? সংঘাত লাগলো এবং পরে দুরন্ত কলহে পরিণত হলো। রায়-বাহাদুর সুবীরের পক্ষ নিলেন। রাগে, দুঃখে, অভিমানে রুচিরা গৃহত্যাগ করলো। অন্ধকার রাত। মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গুরুগুরু মেঘ ডাকছে। তার ওপর গুণ্ডা পিছু নিলো। গুণ্ডাদের হাত থেকে তাকে যে বাঁচালো সে-ই একদিন রাত্তিরে তার শোবার ঘরে ঢুকে তার হাত মুখ বেঁধে রেখে গিয়েছিলো। গৌতম চিনলো: এ-সেই মেয়েটা। কিন্তু রুচিরা চিনতে পারলো না। বৃষ্টি সুরু হলো। তাদের একটু আশ্রয় জুটলো এক পোড়ো বাড়ীতে। অন্ধকার রাত, একটানা ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। পোড়ো বাড়ীতে শুধু ওরা দুজন। অদ্ভুত মোহময় পরিবেশ। দুজনের মনে কোথাও কি ছোঁওয়া লাগলো? বৃষ্টি থামলে যে যার গন্তব্য স্থলে চলে যাবে। কিন্তু বিধাতা পুরুষ বুঝি আর কিছু ঠিক করে রেখেছিলেন। বৃষ্টিও থামলো। তারা পথেও নামলো। কিন্তু এক পথেই চলা সুরু হলো। গৌতম নিজেকে বোঝায় — সে মৃত্যুপথের যাত্রী — রুচিরাকে বোঝায় এ পথ তার পথ নয় — চলতে গিয়ে কিন্তু দুজনে এক পথেই চলে। পরের ইতিহাসটুকু সংক্ষিপ্ত। দুজনেই পালিয়ে বেড়ায়। শেষে আশ্রয় জুটলো "দোস্তের" বাড়ীতে।

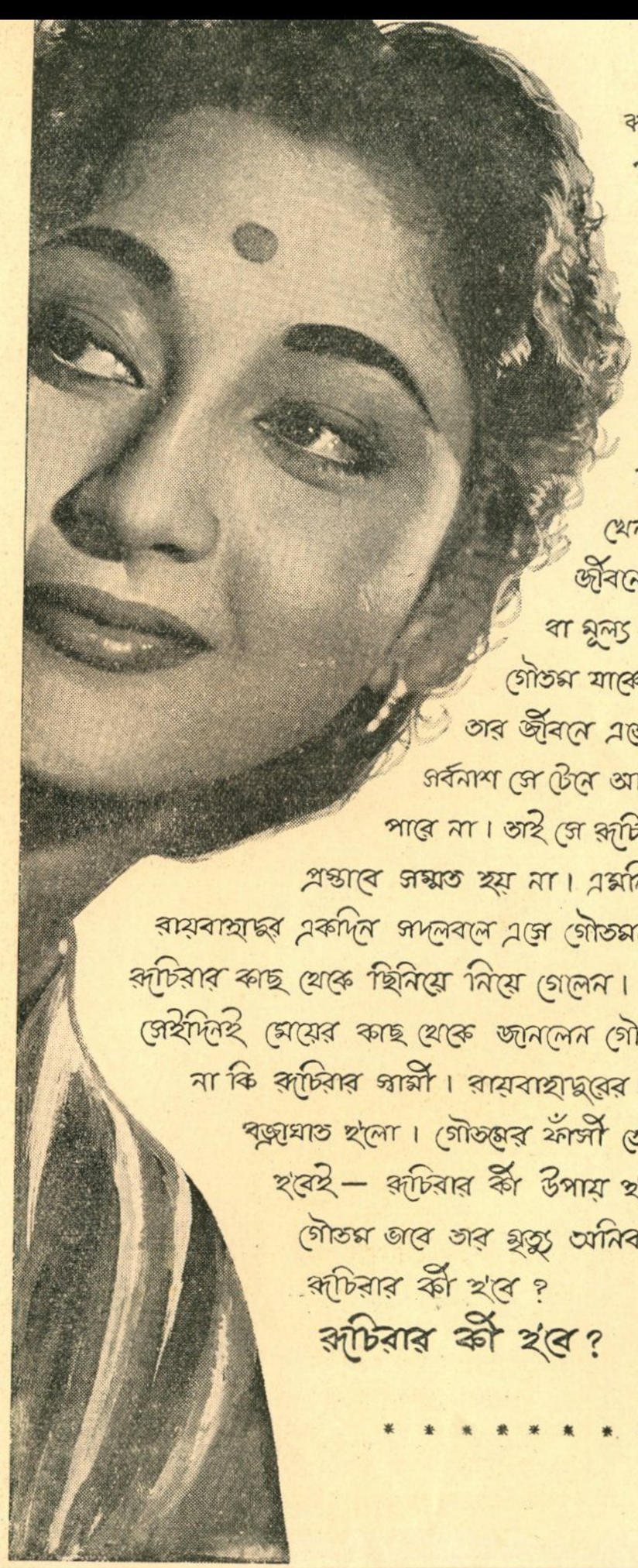

রুচিরা
ঘর
বাঁধার
স্বপ্ন
দেখে।
হোক
না
দু'দিনের
খেলাঘর।
জীবনে তারই
বা মূল্য কে দেবে?
গৌতম যাকে ভালবাসে
তার জীবনে এতোবড়ো
সর্বনাশ সে টেনে আনতে
পারে না। তাই সে রুচিরার
প্রস্তাবে সম্মত হয় না। এমনি সময়
রায়বাহাদুর একদিনে সদলবলে এসে গৌতমকে
রুচিরার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন।
সেইদিনই মেয়ের কাছ থেকে জানলেন গৌতমই
না কি রুচিরার স্বামী। রায়বাহাদুরের মাথায়
বজ্রাঘাত হ'লো। গৌতমের ফাঁসী তো
হবেই— রুচিরার কী উপায় হবে?
গৌতম ভাবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য—
রুচিরার কী হবে?

রুচিরার কী হবে?

* * * * * * * *

আঁধারের আছে ভাষা
কভু কাঁদে কভু হাসে।
তারও বুকে আছে তৃষা
সেও যেন ভালবাসে॥
বাতাসের কানে কানে
কত কথা বলে গানে।
সেই সুরে ঐ দূরে
ছায়াপথে রাত আসে॥
এই নিরাশার সমাধিতে
কে আসে আর ফুল দিতে।
কে চায় বল আলো ভুলে
আঁধারে মন ভরে নিতে॥
কেউ তবু আধো রাতে
আসে না তো মালা হাতে।
অনাদরে অভিমানে
আঁখি দুটি জলে ভাসে॥

কহতি হ্যায় মুঝকো দুনিয়া
দিওয়ানা নশে মে হ্যায়
(হা'হা'হা ময় নশে মে হুঁ)
মেরি নজর সে দেখো
জমানা নশে মে হ্যায়
কহতি হ্যায় দুনিয়া ...।
মেরি নজর সে দেখো
জমানা নশে মে হ্যায়!
নশে মে হ্যায় ভাই।
ভুখা কই গরীব যব
রাহো মেঁ গির পড়া
দুনিয়া নে ইয়ে কহাকে উঠানা
নশে মে হ্যায়।
দুনিয়া কো রঙ্গ দেখা হ্যায়
বোতল মে ডুবকে
(হা'হা'হা' সব দেখ লিয়া ভাই)
ইয়ারো নে মুঝকো এওনাহি জানা
নশে মে হ্যায়।
এক যাম আউর দে দে ও সাকি তেরা ভালা
(দে দে সাকি কেয়া কামি হ্যায়)
আখির তেরা দিওয়ানা হ্যায়
ময়ানে নশে মে হ্যায়।

হাত বাড়ালেই বন্ধু
উত্তম
সাবিত্রী
ছবি
পাহাড়ী
তরুণ
জহর
পদ্মা
অভিনীত
এস • এম
প্রোডাক্‌সন্সের
নিবেদন
পরিচালনা :
সুকুমার দাশগুপ্ত
কাহিনী • প্রেমেন্দ্র মিত্র
সুর • নচিকেতা ঘোষ